৩০/৮/২০০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচাল ব্যয় প্রতিবছরই বাড় অস্বাভাবিক হা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচালন ব্যয় প্রতিবছরান্তেই অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। বেতন-ভাতা, অপরিহার্য প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিটিয়ে মোট বাজেটের খুব সামান্য অংশই শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১১ শতাংশ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি বাড়ছে বিদ্যুত খরচ। এ ছাড়াও পরিবহন, আওতাভুক্ত স্কুল-কলেজ এবং অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন খাতে ব্যয় ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক রিপোর্টে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেতন-ভাতা খাতের ব্যয় অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকার কারণ হিসাবে জানা গেছে যে, কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি বা আপগ্রেডেশনের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন প্রদান করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সৃষ্ট পদের চেয়ে পূরণকৃত পদের সংখ্যা বেশি। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। আর্থিক শৃঙ্খলার স্বার্থে এ ধরনের প্রবণতা পরিহার করা জরুরী বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদার পদোন্নতির ফলে উচ্চ পর্যায়ে অবসরগ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অবসরকালীন ভাতা, প্রাপ্য ছুটি নগদীকরণ ও আনুতোষিক পরিশোধ বাবদ ব্যয় করতে হয় বিপুল অর্থ। সরকার কর্তৃক পেনশন সহজীকরণের ফলে বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ ও অবসরভাতা তহবিলের ওপর সৃষ্টি হচ্ছে। মূল বেতনের ১০ শতাংশ হ চাঁদা দিয়ে যে পেনশন তহবিল গঠিত হ তা থেকে এ দায়ের পুরোটা শোধ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পেনশন ফা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হচে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুত খ বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। ১৯৯০- অর্থবছরে এই খাতে ব্যয় ছিল ৬ কোটি লাখ টাকা। কিন্তু ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছ এসে এই খাতের ব্যয়ের পরিমাণ দাড় ১০ কোটি ৪৬ লাখ টাকায়। আয় ও ব্যয়ে মধ্যে সমতা না থাকলে সাধারণ আনুষঙ্গি খাতে ঘাটতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের বাই চলে যাবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।